সাগর সঙ্গমে

প্রশ্নোত্তর-১

'সেই কেবল কাঁদিল না'- সে কে? কোন অবস্থায় কেন সে কাঁদল না ?

উত্তর: আলোচ্যমান অংশটি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসেরঅন্তর্গত 'সাগর সঙ্গমে' থেকে করা হয়েছে। এখানে সেই বলতে গঙ্গাসাগর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী একটি নৌকার যাত্রীদের মধ্যে থাকা এক নারী যে গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দিয়ে এসেছিল সেই নারীর কথাই বলা হয়েছে।

পূর্বোক্ত নৌকাটি যখন গঙ্গাসাগর থেকে প্রত্যাগমন করছিল তখন ঘন কুয়াশায় চারদিক ব্যাপ্ত হয়েছিল ফলে তারা অন্যান্য সঙ্গি নৌকাগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একই সঙ্গে তারা কুয়াশার কারণে পথও হারিয়ে ফেলে। ফলে নৌকার মাঝিরা চরম বিপদের আশঙ্কায় খুবই দুশ্চিন্তা করতে থাকে। এ বিষয়ে তারা নিজেদের মধ্যে যখন আলোচনা করছিল তখন নৌকার অভ্যন্তরে থাকা যাত্রীরা এই সংবাদ শুনতে পায় এবং কোলাহল ও আর্তনাদ শুরু করে কারণ তারা অনুমান করছিল যে বাহির সমুদ্রে পড়ে অকূলে মারা যেতে পারে। এই অবস্থায় যাত্রীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বিভিন্ন রকম ক্রিয়া-কলাপ শুরু করে; যথা - পুরুষেরা দুর্গা নাম জপ করে, মহিলারা বিভিন্ন রকম সুর তুলে বিবিধ শব্দ বিন্যাসে কাঁদতে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে পূর্ব পূর্বে উল্লেখিত মহিলাটিই একমাত্র নিশ্চুপ ছিল- কারণ তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী মহিলাটি তার সন্তানকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এসেছিল । সন্তানহারা মায়ের কাছে নতুন করে হারাবার আর কিছু ছিল না। কোনো বিপদই তাকে নতুন করে আতঙ্কিত করতে পারছিল না। তাই এরকম ভয়ঙ্কর অবস্থাতেও সে নিস্তব্ধ হয়েছিল বসেছিল।